166

তারিখ ... 13 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

দৈনিক বাংলা

প্রাইমারী স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির হার ৯০ শতাংশ

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ সালে এই ভর্তির শতকরা হার ছিল মাত্র ৬৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিভাগ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

গত ২ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৪ উদযাপন উপলক্ষে এক মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ৬৮টি জেলার সদর থানাসমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৯৩ সালেই দেশের সকল থানায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠন করা হয় তদারক ও সমন্বয় কমিটি। দেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা, ৪শ '৮১টি থানা, ৪ হাজার ৪শ '৬০টি ইউনিয়ন এবং ১৩ হাজার ৩শ '৮০টি ওয়ার্ড কমিটি কর্মরত রয়েছে। এ ছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করা হয়েছে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী। ইতিমধ্যেই দেশের ৪শ '৫০টি থানায় একটি করে ইউনিয়নের ৪ হাজার ৭শ '৮৭টি প্রাইমারী স্কুলে এবং ৪শ' টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার এই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ সকল এলাকার ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত স্কুলে হাজির থাকছে তাদের অভিভাবককে প্রতিমাসে প্রতিজনের জন্য ১৫ কেজি গম প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৬ লাখ ৬০ হাজার ২শ' ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নতুন করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ১৯৯৩ সালে এই ভর্তির হার শতকরা ৮৬ দশমিক ৭৮ হলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৯০ ভাগে এসে পৌঁছেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন, পরিমাণ, পরিমাণগত ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত ও ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪ হাজার এক শ' ৫৮টি নতুন স্কুল নির্মাণ, ১৭ হাজার এক শ' ৬০টি

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাইমারী স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির হার ৯০ শতাংশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পুনঃনির্মাণ এবং ১০ হাজার ৯শ' ২৮টি স্কুল মেরামতের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯৬টি নতুন স্কুল নির্মাণ, ৬ হাজার ৫২টি পুনঃনির্মাণ এবং ৯ হাজার ৬৯টির মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়া চলতি বছরে দেশের ৮ হাজার ৮শ ৩০টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে, ২ হাজার ৫শ' বেসরকারী স্কুলে এবং ৪ হাজার ৪শ' ৬০টি ইউনিয়ন এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখার জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

একই সাথে ১৯৯৩ সালের শেষ দিকে দেশে এক হাজার ৭শ' ৫৯ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৫ হাজার ৮শ' ২৩ জন সহকারী শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। যাদের ৬০ ভাগই মহিলা। চলতি বছরের ৬ মাসে পনের শ' প্রধান শিক্ষক এবং ৩ হাজার ৫শ' সহকারী শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ক্যারিকুলাম ডিসেমিনেশন ট্রেনিং-এর কাজও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। গত ৩ বছরে ২ লাখ ১৩ হাজার ২শ' ৬১ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণদান করা হয়েছে।